ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে মুখ খুললেন কারিনা

পৃঃ ৫

গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া দায়িত্বে জহির

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২৪১ ● কলকাতা ● ১৭ ভাদ্র, ১৪৩১ ● মঙ্গলবার ● ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বড় ধাক্কা রাজ্যের! বহাল বিচারপতি সিনহার নির্দেশই,

সুপ্রিম কোর্ট বলল, 'হওয়াই উচিত'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধোপে টিকলো না রাজ্যের যুক্তি। হাইকোর্টের নির্দেশই বহাল রইল। সুপ্রিম কোর্টে বড় জয় পেলেন 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'-এর আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ী । সোমবার রাজ্যের মামলা খারিজ করে দিয়ে শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'ওই ছাত্রনেতার জামিন মঞ্জুর হওয়াই উচিত'।এরপর গত শুক্রবার হাইকোর্টে মামলা উঠলে ছাত্রনেতা সায়নকে ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি অমৃতা সিনহা । শনিবার দুপুর ২টোর মধ্যে তাকে ছেড়ে দিতে হবে বলে নির্দেশ দেন তিনি। সেই মতো ছেড়ে দিলেও সেই দিনই সায়নের মুক্তির বিরোধীতায় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে রাজ্য। তবে সেখানেও জোর ধাক্কা।এদিন সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি জেবি পার্দিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রর বেঞ্চে এই মামলার শুনানি ছিল। শুনানিতে রাজ্যের আইনজীবী বলেন, 'সায়ন লাহিড়ী ২৭ অগাস্ট 'নবান্ন অভিযান' কর্মসূচির আয়োজকদের মধ্যে অন্যতম। সেই অভিযানে অশান্তির ঘটনা ঘটে। মোট ৪১ জন পুলিশ জখম হয়েছেন। একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।'

বিচারপতির প্রশ্ন, অভিযুক্ত কী সরাসরি এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত? জবাবে রাজ্য জানায়, না। কিন্তু এই নবান্ন কর্মসূচীর অন্যতম আহ্বায়ক তিনি। রাজ্যের তরফে আদালতে সায়ন লাহিড়ীকে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। রাজ্যের আইনজীবী বলেন, সায়নের মা বলেছেন ছেলে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নয়। সেই বিষয়ে পুলিশকে তদন্ত করে দেখতে হবে। যদিও সেই আবেদন খারিজ করে দেয় সর্বোচ্চ আদালত। সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, 'জামিন পাওয়ার মতো যথেষ্ট কারণ রয়েছে।'আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গত ২৭ অগস্ট বার নবান্ন অভিযানের ডাক দেয় 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ'। সেই অভিযান ঘিরে দফায় দফায় পুলিশ-বিক্ষোভকারীদের খণ্ডযুদ্ধ বাধে। দু'পক্ষেরই বেশ কিছুজন গুরুতর আহত হন। নবান্ন অভিযানে পুলিশি অনুমতি না থাকা সত্ত্বেও মিছিল, জমায়েত করা হয়েছে। যার জেরে অশান্তির সৃষ্টি হয়। এই যুক্তিতেই ঘটনার দিন সন্ধ্যায় এই প্রতিবাদ মিছিলের আহ্বায়ক সায়ন লাহিড়ীকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধর্ষণ রুখতে বিধানসভায় আসছে কঠোর বিল, আজ শুরু বিশেষ অধিবেশন

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা: নিউজ সারাদিন : মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মতো ধর্ষণ রুখতে কঠোর বিল আনার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। সেই বিল পাশ করাতে বিধানসভার দু'দিনের বিশেষ অধিবেশন বসতে চলেছে আজ সোমবার। এদিন বেলা দু'টোয় অধিবেশন বসবে। তার আগে প্রথামাফিক দু'দিনের অধিবেশনের বিস্তারিত কর্মসূচি স্থির করতে কার্য উপদেষ্টা কমিটির বৈঠক বসবে। সদ্যপ্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য স্মরণে শোক প্রস্তাব গ্রহণের পর দিনের মতো অধিবেশন মুলতুবি হয়ে যাবে। পরদিন মঙ্গলবার আলোচনা হবে প্রস্তাবিত বিল নিয়ে। এই আলোচনায় অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথামাফিক বিলটি পাশ হওয়ার পর সেটি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠানো হবে। রাজ্যপালের স্বাক্ষরের পর সেটি রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য পাঠানো হবে। তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

সাবিরের পরিবারের পাশে অভিষেক,

দিলেন ৩ লক্ষের আর্থিক সাহায্য, মিলবে চাকরিও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলার দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বাসন্তী থানা এলাকার বাসিন্দা সাবির মল্লিক পরিযায়ী শ্রমিক হিসাবে হরিয়ানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু গত ২৭ অগস্ট বিজেপি শাসিত রাজ্য হরিয়ানার চরখি দাদরি জেলার বাধরা গ্রামে তাঁকে পিটিয়ে খুন করে স্বঘোষিত গোরক্ষকেরা। এদিকে হরিয়ানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সাবির গোমাংস খেয়েছেন শুধুমাত্র এই সন্দেহেই তাঁকে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদনেতে নেমে গোমাংস খাওয়ার কোনও প্রমাণ পায়নি। ওই ঘটনায় যে ৮জন গ্রেফতার হয়েছে, তাদের মধ্যে এক নাবালকও রয়েছে। সেই সাবিরকে ফোন করে ডেকে পাঠায়। সাবির সেখানে গেলে তাকে ৪-৫জন ছেলে ঘিরে ধরে মারধর করে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যায়। সেই মারধরের ভিডিও করে তা সোশ্যাল মিডিয়াতে ছেড়েও দেওয়া হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্তে নেমে জানতে পেরেছে, হামলাকারীরা গোরক্ষা গোষ্ঠীর সদস্য। যেভাবে ধর্মীয় উসকানি দিয়ে এক নিরীহ শ্রমিকের জীবন শেষ করে দেওয়া হয়েছে তাকে সমর্থন জানিয়েছেন গেরুয়া শিবিরের নেতারাও। এই নিয়ে বাংলার পদ্মনেতাদের মুখে একটাও কথা নেই। তবে তৃণমূল এই ঘটনাকে জাতীয় স্তরের রাজনীতিতে টেনে নিয়ে গিয়ে বিজেপিকে তুলোধনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।সাবির গোমাংস খান, নিছক এই সন্দেহে তাঁকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে খুন করে সেই স্বঘোষিত গোরক্ষকেরা। পুলিশ সেই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ২ নাবালক সহ মোট ৮জনকে গ্রেফতার করেছে। কিন্তু ওই ঘটনার জেরে শোকের পাশাপাশি চরম আর্থিক সংকটের মুখে পড়েছে। কেননা সাবিরের পরিবারে আছেন তাঁর বৃদ্ধ বাবা-মা, ভাই, বোন এবং স্ত্রী ও তিন বছরের একটি সন্তান। সাবির ছিল সেই সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী। সেই

এরপর ৩ পাতায়

দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করায়

প্রথম স্ত্রীকে 'খুন', আটক স্বামী

নদিয়া: নিউজ সারাদিন : দ্বিতীয় বিয়ের প্রতিবাদ করায় প্রথম পক্ষের স্ত্রীকে বাড়িতে ঢুকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ। কাঠগড়ায় ওই তরুণীর স্বামী। এই ঘটনার জেরে রবিবার বিকেলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়াল নদিয়ার ধানতলা থানায় কুশবেড়িয়ায়।

আর সেই অশান্তির জেরে এই খুন। ঘটনায় অভিযুক্ত নির্মল দত্তকে ইতিমধ্যেই আটক করেছে পুলিশ। মৃত ওই গৃহবধূর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য রানাঘাট পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে ধানতলা থানার পুলিশ। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি জানিয়েছেন মৃত গৃহবধূর বাবা। ঘটনার তদন্ত করছে ধানতলা থানার পুলিশ।নিহত সুচিত্রা বিশ্বাস, নদিয়ার ধানতলা থানার কুশবেড়িয়া এলাকার বাসিন্দা।পেশায় সংগীতশিল্পী। রবিবার বিকেলে ঘরে বসে সংগীতচর্চা করছিলেন। অভিযোগ, তখনই তাঁর উপর চড়াও হয় তার স্বামী। সেই সময় হামলাকারীর হাতে ছিল ধারালো অস্ত্র। তা নিয়ে বাড়িতে ঢোকে বলেই অভিযোগ। দরজায় তালা আটকে ওই মহিলাকে কুপিয়ে খুন করে অভিযুক্ত। স্বামীকে ওই ভাবে আসতে দেখে সে তাঁর বাপের বাড়িতে ফোন করেন। তবে তা সত্ত্বেও কেউ আসার আগেই সব শেষ।

এই ঘটনার পর তরুণীর বাপের বাড়ির লোকজনেরা ঘটনাস্থলে পৌঁছন। দরজা ভেঙে দেখেন দা হাতে দাঁড়িয়ে আছে জামাই। আর বিছানার উপর পড়ে রয়েছে মেয়ের রক্তাক্ত দেহ। মৃতের বাপের বাড়ির লোকজনের অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁর জামাই অন্য মেয়েকে বিয়ে করে। অন্যত্র চলে যায়। তা নিয়ে অশান্তি চলছিল।

ভুল বললে শুধরে দেবেন',

আর জি করে মৃত চিকিৎসকের বাবাকে ফোন কুণালের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি করে ধর্ষিত এবং নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবাকে ফোন প্রাক্তন সাংসদ কুণাল ঘোষের। বেশ কিছুক্ষণ কথা বললেন তাঁরা। ফোনে মৃতার বাবাকে প্রাক্তন সাংসদ বললেন, "ঘটনাটি ভয়ংকর। এনিয়ে নানা বিতর্কে আমাদের কথা বলতে হয়। রাজনৈতিক বিতর্কে নানা মত দিতে হয়। কিন্তু আমি বা আমরা চাই না আমাদের মুখ থেকে এমন কোনও শব্দ বের হোক, যাতে আপনারা দুঃখ পান।তিনি আরও বলেন, "মুখ্যমন্ত্রীই প্রথম সিবিআইকে তদন্ত দিয়ে দেওয়ার কথা বলেছিলেন। তবে তাঁর বেঁধে দেওয়া সময়সীমার আগেই তদন্তভার সিবিআইয়ের হাতে চলে যায়। আমরা আশা নিয়ে বসে আছি।" কুণাল বলেন, "আপনাদের যন্ত্রণা থেকে যে পদক্ষেপই নিন, তা নিয়ে কোনও বক্তব্য নেই। এই ন্যায়বিচারের লড়াইতে আপনাদের সঙ্গেই আমরা আছি। কোনও ভুল নজরে পড়লে সরাসরি ধরিয়ে দেবেন। নম্বরটা সেভ করে রাখুন।"যাতে না মনে হয় যে মূল তদন্ত থেকে অভিমুখ সরে যাচ্ছে। যদি তেমন কোনও কথা আমার মুখে দেখেন, সরাসরি আমাকে ফোন করে সংশোধন করে দেবেন। যদি মনে হয় নির্দিষ্ট কোনও পয়েন্ট তদন্তের স্বার্থে বলা উচিত, তাহলে সেটাও নির্দ্বিধায় জানাবেন। ন্যায় বিচারের এই লড়াইতে আমরা আপনাদের সঙ্গেই আছি।"

জানা গিয়েছে, এদিনের কথোপকথনে কুণাল আরও বলেন, "কখনও কখনও আপনাদের কোনও মন্তব্যের উপর সাংবাদিকরা প্রতিক্রিয়া চান। পুরোটা না জেনে শুধু এক লাইন দু'লাইনের উপর মন্তব্য করতে হয়। ফলে আপনাদের বক্তব্য পুরোপুরি জেনে রাখা দরকার। একদিন দেখা করে আসব।" মৃতার বাবা কুণাল ঘোষের এই মানসিকতাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, "তদন্ত এগোচ্ছে না। আপনারা সবাই মূল তদন্তের উপর অভিমুখ রাখুন। আমার মেয়ের ঘটনার ন্যায়বিচার চাই। তদন্ত যদি সেভাবে না এগোয়, কয়েকদিন বাদে আমরা আবার কথা বলতেই পারি। আমরা এখনও আশাবাদী, কারা এই জঘন্য অপরাধ করল তা সামনে আসবে, দোষীদের চরম শাস্তি হবে।"

'১০ মিনিটের মধ্যে হয় ব্যারিকেড খোলো,

না হলে আসতে হবে সিপি-কে'

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ২৪ দিন পার, এখনও মেলেনি আর জি কর মেডিক্যালে চিকিৎসককে খুন-ধর্ষণের বিচার। এই প্রেক্ষাপটে এবার লালবাজার অভিযানে আন্দোলনরত জুনিয়র ডাক্তাররা। কলকাতার সিপি বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ, সন্দীপ ঘোষের গ্রেফতারি সহ একাধিক দাবিতে অভিযান করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। ডাক্তারদের রুখতে লালবাজারের আগেই লোহার পাঁচিল তুলল পুলিশ।তবে এদিন পুলিশের সঙ্গে কোনও সংঘাতের পথে হাঁটেননি আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। তবে যেখানেই বাধা পেয়েছে সেখানে রাস্তায় বসে পড়েছেন তাঁরা। এরপর পুলিশ কমিশনারকে ১০ মিনিট সময় দেওয়া হয়।

আর জি কর কাণ্ডের পর প্রথম থেকেই প্রশ্নের মুখে পুলিশের ভূমিকা। পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের একের পর এক বক্তব্যে দেখা দিয়েছে বিতর্ক। এদিন তাঁর পদত্যাগের দাবি তুলে লালবাজার অভিযানে গোলাপ হাতেও হাঁটতে দেখা গেল বহু চিকিৎসককে। সেখানেই শিরদাঁড়ায় গোলাপ বেঁধে প্রতিবাদ শুরু করেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। গার্ডরেল থেকে কাঁদানে গ্যাসের শেল, লাঠি, প্রস্তুত রাখা হয়েছিল সবকিছু। সেখান থেকেই বলা হয়, ১০ মিনিটের মধ্যে ব্যারিকেড না খুলে দিতে হবে, না হলে কমিশনারকে আসতে হবে। তা না হলে অবস্থান বিক্ষোভ শুরু হবে।

এদিন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের অপসারণ, এই দাবির পাশাপাশি, আর জি কর মেডিক্যাল কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের সাসপেনশন, চিকিৎসককে খুন ও ধর্ষণে জড়িত সবাইকে চিহ্নিত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি, চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরাপত্তা ও হাসপাতালে ভয়ের রাজনীতি বন্ধের দাবিতে, এদিন লালবাজার অভিযানের ডাক দিয়েছিলেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। প্রথমে কলেজ স্কোয়ারে জমায়েত হয়েছিলেন বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের আন্দোলনরত জুনিয়র চিকিৎসকরা। পুলিশের লৌহকপাট ভেঙে নয়, বরং শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ডাক দিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু যদি পুলিশ কমিশনার ইস্তফা না দেন, সেক্ষেত্রে আরও বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিতে পারে তাঁরা এমনটাই জানান হয়েছে। আন্দোলনকারীদের কথায়, 'হয়তো লালবাজার থেকে সিপিকে পদত্যাগ করতে হবে, না হলে আমাদের ওখানে মিছিল করে যেতে দিতে হবে। তাও না হলে সিপিকে এখানে এসে ডেপুটেশন জমা দিতে হবে।'

চলে গেলেন তৃণমূল সাংসদ কৃতি আজাদের স্ত্রী পুনম ঝা

বেবি চক্রবর্তী: নিউজ সারাদিন : কীর্তি আজাদের স্ত্রী অকালে চলে গেলেন। মাত্র ৫৪ বছর বয়সে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেলেন বিশ্বকাপ জয়ী দলের ক্রিকেটারের স্ত্রী। তৃণমূল নেতা কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম ঝা আজাদ দীর্ঘদিন গুরুতর অসুস্থ ছিলেন।তৃণমূল সুপ্রিমো এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুনম ঝা আজাদের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছেন।প্রাক্তন ভারতীয় ক্রিকেটার এবং তৃণমূল সাংসদ কীর্তি আজাদের স্ত্রী পুনম, ১৩ নভেম্বর ২০১৬-এ আম আদমি পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তারপরে তিনি ১১ এপ্রিল ২০১৭-এ কংগ্রেসে যোগ দেন।তিনি লিখেছেন, "আমার স্ত্রী পুনম আর নেই। দুপুর ১২টা ৪০ মিনিটে তিনি পরলোকে গেছেন। এই কঠিন পরিস্থিতিতে আপনারা পাশে থাকায় আমি কৃতজ্ঞ।"

কলকাতায় রাত দখলে নাগরিক সমাজ, পাশে টলিউড তারকারাও

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাত তখন ১টা। সাধারণত এই সময় কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার রানী রাসমণি অ্যাভিনিউ সুনসান নীরব হয়ে যায়। রাস্তায় বাস, সিএনজি বা অন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তেমন থাকে না বললেই চলে। মানুষের আনাগোনা তো থাকেই না। কিন্তু রবিবারের রাত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। থিকথিক করছিল ধর্মতলা চত্বর। চারদিকে অসংখ্য মানুষ। সবারই একটাই দাবি ন্যায়বিচার।

ন্যায়বিচারের দাবিতে গতকাল রাত দখলে নেমেছিল নাগরিক সমাজ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাত দখলে শামিল হয়েছিলেন টলিউডের তারকারাও। সোহিনী সরকার, উষসী চক্রবর্তী, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, বিরসা দাশগুপ্ত, দেবলীনা দত্ত, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়-কে নেই।

সেই মঞ্চ থেকেই মিউজিক সিস্টেমে বেজে উঠল ইথুন বাবুর লেখা সেই প্রতিবাদী গান। 'ও দেশটা তোমার বাপের নাকি করছো ছলাকলা, কিছু বললেই ধরছো চেপে জনগণের গলা।' সেই গানের তালে তালে কেউ গলা মেলালেন, কেউবা হাততালি দিয়ে অন্য আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করলেন।

গান গাওয়ার পাশাপাশি পথনাটিকা, সড়কের উপর স্লোগান লিখে, মোবাইলের ফ্ল্যাশলাইট জ্বালিয়ে আন্দোলনের মাত্রাকে আরো তীব্রতর করতে দেখা গেল। কেউ কেউ আবার গেয়ে উঠলেন 'উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়।' অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা কখনও স্লোগান, গান, পথনাটিকা। তবে এই রাত দখলে কোনো দলীয় পতাকা ছিল না। তবে অনেকের হাতেই দেখা গেছে ভারতের জাতীয় পতাকা।

আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল পোস্টার, প্ল্যাকার্ড- যেখানে লেখা 'শেষ না দেখে ছাড়ব না', 'আমাদের একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর', 'বিচার চাইতে লড়াই করো, আরজিকরের মাথা ধরো,' আমার রাতটা আমার থাক, ধর্ষকরা নিপাত যাক'।

গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয় এক তরুণী ডাক্তারের। ওই ঘটনার পর প্রায় ২৪ দিন কেটে গেলেও এখনো ন্যায়বিচার অধরা। রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন, বিক্ষোভ চলছেই। তারই মাঝে গতকাল রবিবার এই রাত দখল কর্মসূচিতে যোগদান করে নাগরিক সমাজ। এর আগে গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে রাত দখলের লড়াইয়ে নেমেছিল গোটা বাংলা।

স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমাদের হয়তো খুব বেশি বুদ্ধি নেই। কিন্তু যেটুকু বুদ্ধি আছে তা দিয়ে এইটুকু বিশ্বাস করছি না যে ওই একটা লোকই পুরো কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। তাই এই আইওয়াশকে আমরা কেউই বিশ্বাস করছি না। যেটা ঘটেছে সেই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের বিচার চাই। যে নির্যাতিতা মারা গেছে তার বাবা-মায়ের প্রতি সরকারের একটা দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে যে অন্তত বিচারটা হোক।'

ঊষসী চক্রবর্তী বলেন, 'আমাদের রাজপথ ছাড়লে চলবে না। এটা আমার, আপনার, আমাদের সকলের বেঁচে থাকার লড়াই। সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের যদি সুরক্ষা না থাকে তবে আমার আপনাদের বাড়ির নারীদের কোনো সুরক্ষা নেই। আমরা যদি রাজপথে না থাকি, এই ঘটনার যদি বিচার না হয়, তবে আমাদের বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ন্যায়বিচার পেয়ে তবেই আমরা থামব।'

দেবলীনা দত্ত বলেন, 'এখন একজন দাবার বোড়েকে (সৈন্য) লেভেনজুসের মতো ঝুলিয়ে আমাদের শান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাতে আমরা শান্ত হবো না। আমরা চাই, রাজা, রানী, হাতি, ঘোড়া, জাহাজ সবাইকে ধরা হোক। সেটাই আমাদের দাবি। এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।' সেই ন্যায়বিচার যতদিন না হচ্ছে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে।'

বিদিপ্তা চক্রবর্তী বলেন, '২৪ দিন হয়ে গেছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আমরা প্রতিকার চাইছি, সুবিচার চাইছি। আর কতদিন আমাদের রাস্তায় বসে থাকতে হবে, এটাই এখন দেখার।'

অভিনেত্রী সোহিনী সরকার বলেন, 'সরকারের তরফে মুখ বন্ধ করে সকলে বসে আছে। আমাদের রাজ্যের নারীদের সুরক্ষা নিয়ে যে সমস্যা সেটা নিয়ে তারা একটাও কথা বলছে না।' তার অভিমত 'শুধু কলকাতা নয় নারীদের জন্য কোনো জায়গাই নিরাপদ নয়।'

দুটি প্রধান বাণিজ্য তালুক

মুম্বাই ও ইন্দোরের মধ্যে ত্রস্বতম রেল সংযোগ ঘটাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩০৯ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি নতুন রেল লাইন প্রকল্প অনুমোদন করেছে

নয়াদিল্লি, ০২ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরহিত্যে অর্থনৈতিক বিষয়ক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কমিটি ১৮ হাজার ৩৬ কোটি টাকার একটি নতুন রেল লাইন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। রেল মন্ত্রকের অধীনে নতুন লাইনটি ইন্দোর এবং মানমাদের মধ্যে সরাসরি সংযোগ স্থাপন করবে। বাড়বে চলাচলের সুবিধা, দক্ষতা বৃদ্ধি হবে এবং রেল পরিষেবায় আস্থা বৃদ্ধি পাবে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির ভাবনা অনুযায়ী এই প্রকল্পটি এই অঞ্চলের মানুষকে 'আত্মনির্ভর' করে তুলবে। এতে বাড়বে কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতার সুযোগ। বহুমুখী সংযোগ স্থাপনের জন্য পিএম গতিশক্তি ন্যাশনাল মাস্টার প্ল্যানের এই প্রকল্প সম্ভব হয়েছে সুসংহত পরিকল্পনার মাধ্যমে। এতে যাত্রী, পণ্য ও পরিষেবা চলাচলের জন্য অবাধ সংযোগ স্থাপন হবে। মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশ - এই দুই রাজ্যের ৬টি জেলা জুড়ে এই প্রকল্প ভারতীয় রেলের চলতি নেটওয়ার্ক বৃদ্ধি করবে ৩০৯ কিলোমিটার। এই প্রকল্পে ৩০টি নতুন স্টেশন তৈরি হবে। প্রত্যাশাযুক্ত জেলা বারাউনির সঙ্গে সংযোগ বৃদ্ধি পাবে। এই নতুন প্রকল্পে প্রায় ১ হাজার গ্রাম ও প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ রেলের সুবিধা পাবেন।

এই প্রকল্প সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে পর্যটনের প্রসার ঘটাবে। দেশের পশ্চিম/দক্ষিণ-পশ্চিম অংশকে জুড়বে মধ্য ভারতের সঙ্গে। এতে শ্রীমহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দির সহ উজ্জয়িনী - ইন্দোর অঞ্চলের বিভিন্ন পর্যটন ক্ষেত্রে অধিক সংখ্যায় পর্যটক সমাগম হবে। জেএনপিএ এবং অন্য বন্দর থেকে পিতমপুর মোটর গাড়ির শিল্প তালুকে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন হবে। মধ্যপ্রদেশের মিলেট উৎপাদক জেলা এবং মহারাষ্ট্রের পেঁয়াজ উৎপাদক জেলাগুলি এই রেলপথে যুক্ত হবে। ফলে, দেশের উত্তর থেকে দক্ষিণে এই পণ্য পরিবহণে সুবিধা হবে।

কৃষিজ পণ্য, সার, কন্টেনার, লৌহ আকরিক, ইস্পাত, সিমেন্ট ইত্যাদির মতো পণ্য পরিবহণে এটি একটি জরুরি রেল পথ। বছরে প্রায় অতিরিক্ত ২৬ মিলিয়ন টন পণ্য পরিবহণ করা যাবে। সেইসঙ্গে, পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি দেশের লজিস্টিকজনিত খরচও কমবে।

আরজি কর দুর্নীতি কাণ্ডে অবশেষে গ্রেফতার সন্দীপ ঘোষ!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হাসপাতালের দুর্নীতি কাণ্ডে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতার করা হল হাসপাতালের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করল সিবিআই। এ দিন সন্ধ্যায় সল্টলেকের সিজিও কমপ্লেক্স থেকে নিজাম প্যালেসের সিবিআই দফতরে নিয়ে আসা হয়। এর পরই জানা যায়, সন্দীপ ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ দিন সন্দীপ ঘোষকে নিজাম প্যালেসে নিয়ে আসার আগেই সেখানে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়।সন্দীপের বিরুদ্ধে টেন্ডার দুর্নীতি, এমন কি মৃতদেহ পাচারের মতো গুরুতর অভিযোগ করেছিলেন হাসপাতালের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার। সেই অভিযোগের তদন্তে একাধিক বার আরজি কর হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন নথি সংগ্রহ করেছে সিবিআই। এমন কি, হাসপাতালের মর্গেও হানা দিয়েছিলেন সিবিআই অফিসাররা।আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার তদন্তে সন্দীপ ঘোষকে আজকে নিয়ে ১৮ দিন জিজ্ঞাসাবাদ করেছে সিবিআই। এর পাশাপাশি, হাইকোর্টের নির্দেশে আরজি কর হাসপাতালের দুর্নীতি কাণ্ডেও সন্দীপের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করে সিবিআই। হাসপাতালেরই প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এই তদন্ত শুরু হয়েছিল।

১-ম পাতার পর

সাবিরের পরিবারের পাশে অভিষেক, দিলেন ৩ লক্ষের আর্থিক সাহায্য, মিলবে চাকরিও

খবর পেয়েই সেই পরিবারের পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ।তিনি ওই পরিবারকে ৩ লক্ষ টাকা প্রদান করেছেন।রবিবার সাবিরের পরিবারের সঙ্গে দেখা করে তৃণমূলের একটি প্রতিনিধি দল। সেই দলে ছিলেন রাজ্যসভার তৃণমূল সাংসদ তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিযায়ী শ্রমিক কল্যাণ দফতরের চেয়ারম্যান সামিরুল ইসলাম, সাংসদ প্রতিমা মণ্ডল, বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল এবং মাইনোরিটি কমিটির চেয়ারম্যান সাবির সিদ্ধার্থ বসাক। তাঁরা ওই পরিবারের সঙ্গে দেখা করে অভিষেকের আর্থিক সাহায্যের চেকটি তাঁদের হাতে তুলে দেন। সেই সঙ্গে সামিরুল সংবাদমাধ্যমে জানান, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে ওই পরিবারে একটি চাকরিও দেওয়া হবে। ওই ঘটনায় জড়িতদের যাতে অবিলম্বে শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়, তার জন্য মুখ্যমন্ত্রী হরিয়ানা সরকারের সঙ্গে কথা বলেছেন। তাঁর মৃত্যুতে অসহায় হয়ে পড়েছে পরিবার। রাজ্য সরকার এই ঘটনার শেষ দেখে ছাড়বে। এই ঘটনা সংসদে তুলে ধরা হবে।' আর জি কর কাণ্ড ঘিরে গেরুয়া শিবির এখন লাগাতার নিশানা বানাচ্ছে রাজ্য সরকার ও রাজ্যের শাসক দলকে। এই অবস্থায় সাবিরের মৃত্যুর ঘটনা তৃণমূলের হাতেও বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হওয়ার অস্ত্র তুলে দিয়েছে।

১-ম পাতার পর

ধর্ষণ রুখতে বিধানসভায় আসছে কঠোর বিল, আজ শুরু বিশেষ অধিবেশন

স্বাক্ষরের পরে বিলটি আইনে পরিণত হবে। রাজ্য বিধানসভায় পাশ হওয়ার পর বহু বিলই রাজভবনে পড়ে আছে। সেক্ষেত্রে প্রস্তাবিত বিলটির আইনে পরিণত হওয়ার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত রাজনীতিক মহল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বিষয়ে রাজ্যপালকে আগাম হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, এই বিল পাশ করা নিয়ে গড়িমসি করলে রাজভবনের সামনে ধরনায় বসবেন মহিলারা।

ধর্মতলায় ছাত্র সমাবেশ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ধর্ষকদের জন্য চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে রাজ্যে নিজস্ব আইন তৈরির কথা ঘোষণা করেন। তিনি জানান, দশদিনের মধ্যে বিধানসভার বিশেষ অধিবেশন ডেকে এই বিল পাশ করবে রাজ্য সরকার। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই এই বিল আনার প্রস্তাবে অনুমোদন দেয় রাজ্য মন্ত্রিসভা। পরিষদীয়মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় জানান, মহিলাদের ধর্ষণ বা ধর্ষণ করে খুন করার ঘটনায় চরমতম শাস্তির ব্যবস্থা করতে এই আইন আনা হচ্ছে।

মোদীর কেন্দ্রে গণধর্ষণে জামিন বিজেপির আইটি সেলের দুই সদস্যকে

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নারী নির্যাতনে অপরাধীদের দ্রুত সাজার পক্ষে সওয়াল করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। অথচ তাঁর লোকসভা কেন্দ্র বারাণসীতেই আইআইটি-বিএইচইউয়ের ছাত্রীর গণধর্ষণের ঘটনায় অভিযুক্ত বিজেপি আইটি সেলের দুই সদস্য গ্রেফতারের সাত মাসের মধ্যে জামিন পেয়ে গিয়েছে। জেল থেকে বেরনোর পরে তাদের রীতিমতো ফুল-মালা দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছে।বিরোধীরা মনে করিয়েছেন, বিলকিস বানো মামলায় দোষীরা জেল থেকে বেরনোর পরেও তাদের ফুল-মিষ্টি দিয়ে স্বাগত জানানো হয়েছিল। গত বছর স্বাধীনতা দিবসের সেই দিনটিতেও প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লা থেকে নারীর সম্মান নিয়ে বার্তা দিয়েছিলেন। বিজেপি নেতারা অবশ্য দাবি করছেন, ছাত্রী ধর্ষণে অভিযুক্তদের ফুল-মালা দিয়ে স্বাগত জানানোর সঙ্গে দলের সম্পর্ক নেই।এই ঘটনাকে সামনে রেখে নারীদের নিরাপত্তা ও সম্মানের প্রশ্নে নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ তথা বিজেপির দ্বিচারিতা নিয়ে ফের প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি আর জি করের ঘটনাকে সামনে রেখে ফায়দা তুলে চাইছে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে খোদ প্রধানমন্ত্রীর লোকসভা কেন্দ্রেই যোগী সরকারের নরম মনোভাবের ফলে ধর্ষণে অভিযুক্তরা জামিন পেয়ে যাচ্ছে।গত বছর বারাণসীর আইআইটি-বিএইচইউ-এর এক বি-টেক ছাত্রী গণধর্ষিতা হন। তিন অভিযুক্ত কুণাল পাণ্ডে, অভিষেক চৌহান ও সক্ষম পটেল বিজেপির আইটি সেলের পদাধিকারী। ঘটনার পরে তিন জনকেই মধ্যপ্রদেশে বিজেপির হয়ে ভোটের প্রচারে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরে তাদের গ্রেফতার করা হয়। সে সময় নরেন্দ্র মোদী, যোগী আদিত্যনাথ, জে পি নড্ডা-সহ বিজেপির শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ওই তিন জনের ছবি প্রকাশ্যে এসেছিল। গত ২ জুলাই ইলাহাবাদ হাই কোর্ট থেকে প্রথমে অভিষেক, তার পরে কুণাল জামিন পায়। সরকারি আইনজীবী পাঁচটি ক্ষেত্রে কোনও তথ্যপ্রমাণ দিতে না পারায় হাই কোর্ট জামিন মঞ্জুর করে। ২৯ অগস্ট তারা জেল থেকে ছাড়া পেয়েছে।জেল থেকে বের হতে প্রায় দুমাস লাগলেও এর মধ্যে যোগী সরকার জামিন খারিজের জন্য কোনও আইনি চেষ্টা করেনি। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পরে দু'জনের পরিবারের সঙ্গে বিজেপির স্থানীয় কর্মীরাও আনন্দ-অভ্যর্থনায় মেতেছিলেন বলে বারাণসীর কংগ্রেস নেতা অজয় রাইয়ের অভিযোগ। তাঁর দাবি, "অন্য ক্ষেত্রে যোগী সরকার অভিযুক্তদের বাড়িতে বুলডোজার চালায়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিজেপি ধর্ষকদের ফুল-মালা দিয়ে স্বাগত জানিয়েছে।" সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ নেতা অখিলেশ যাদবের প্রশ্ন, 'আদালতে সরকারের তরফে যে দুর্বল সওয়াল করা হয়েছে, তার পিছনে কার চাপ ছিল? অভিযুক্তরা শুধু ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে তা-ই নয়, বিজেপি তাদের ফুল-মালায় স্বাগত জানাচ্ছে।" তৃণমূল কংগ্রেস কটাক্ষ করে বলেছে, "এটাই বিজেপির নারী সম্মানের পদ্ধতি। প্রথমে ধর্ষকদের বিজেপি আইটি সেলে নিয়োগ করো। তার পরে তাদের জামিনে মুক্তি উদ্‌যাপন করো।" তৃণমূলের রাজ্যসভার দলনেতা ডেরেক ওব্রায়েন অভিযোগ করেন, 'আরএসএস নিজের সংগঠনে মহিলাদের প্রবেশাধিকার দেয় না। বিজেপি-আরএসএস মহিলাদের সমস্যা কী বুঝবে? তাই ধর্ষকদের জামিন নিয়ে উল্লাস করছে।"

স্বস্তিকাদের ধরনামঞ্চে মত্ত যুবকের তাণ্ডব, শ্লীলতাহানির চেষ্টা!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে ধর্মতলায় ধরনায় স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়-সোহিনী সরকার-সহ বিশিষ্টরা। রাত দশটা নাগাদ আচমকা সেই ধরনামঞ্চে চড়াও মত্ত যুবক। আন্দোলনরত এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করা হয় বলে অভিযোগ। ঘটনাস্থলে থাকা প্রতিবাদীরা তাঁকে ধরে ফেলে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রবল উত্তেজনা ধর্মতলা চত্বরে।ঠিক কী ঘটেছিল? জানা গিয়েছে, আচমকা বিশিষ্টজনেদের ধরনামঞ্চে ঢুকে পড়েন এক মত্ত যুবক। এক মহিলার শ্লীলতাহানির চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবেই তিনি আর্তনাদ করেন। আন্দোলনকারীরা অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। ছুটে আসে পুলিশ। ইতিমধ্যেই যুবককে আটক করা হয়েছে। তবে কে ওই যুবক, কী উদ্দেশ্যে ধরনামঞ্চে এসেছিলেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশের তরফে খতিয়ে দেখা হচ্ছে গোটা বিষয়টা।ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ।

আর জি কর কাণ্ডের ২১ দিন পার। তবুও ন্যায়বিচার অধরা। সিবিআইয়ের হাতে তদন্তভার। তবুও নতুন কোনও কিনারার হদিশ নেই। সাধারণ মানুষ থেকে সেলেব, সকলকেই এই যন্ত্রণা যেন কুরে কুরে খাচ্ছে! নিত্যদিন কলকাতার বুকে উঠছে 'জাস্টিস ফর আর জি কর' ধ্বনি। রবিবার ছুটির দিনেও বিশ্রাম নেননি মানুষ। নাগরিক মিছিলে সমবেত স্বরে ন্যায়বিচার চাইছেন সকলে। রাতভর ধর্মতলার রাস্তায় ধরনায় শামিল স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, বিদীপ্তা চক্রবর্তী, শোভন গঙ্গোপাধ্যায়, সোহিনী সরকার-সহ বিশিষ্টজনেরা। সেই ধরনামঞ্চেই আচমকা অশান্তি।

বাড়ির পাশের বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ

বনগাঁ: নিউজ সারাদিন : বিশেষভাবে সক্ষম তরুণীকে বাড়ির পাশের বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। গতকাল সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগণার গাইঘাটা থানা এলাকায়। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে ধৃতের নাম দিলীপ ঘোষ।পুলিশ সূত্রে খবর, গতকাল রাতে নির্যাতিতার পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করে। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত দিলীপের বিরুদ্ধে ধর্ষণের মামলা রুজু করেছে গাইঘাটা থানার পুলিশ। ধৃতকে আজ বনগাঁ মহকুমা আদালতে তোলা হবে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই তরুণী গতকাল সন্ধ্যায় বাড়িতে একা ছিলেন। সেই সময় অভিযুক্ত দিলীপ তরুণীকে বাড়ির পাশের বাগানে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। বাড়ি ফিরে নির্যাতিতার মা ওই ব্যক্তিকে মেয়ের সঙ্গে দেখতে পেয়ে তার পরিচয় জানতে চাইলে সে পালানোর চেষ্টা করে। যদিও তাড়া করে তাকে ধরে ফেলেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়। নির্যাতিতাকে বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২৪১ সংখ্যা ০৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ মঙ্গলবার ১৭ ভাদ্র, ১৪৩১

ভবন থেকে পড়ে মারা গেলেন

সাংবাদিক উমেশ উপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ দিল্লির বসন্ত কুঞ্জে একটি ভবনের চারতলা থেকে পড়ে মারা গেছেন ভারতীয় জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক উমেশ উপাধ্যায়। সোমবার (২ আগস্ট) এক বিবৃতি দেশটির পুলিশ এ তথ্য জানিয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে তিনি তার বাড়ির সংস্কারের কাজ পরিদর্শন কারার সময় দুর্ঘটনাবশত চারতলা থেকে দোতলায় পড়ে যান। তিনি মাথায় আঘাত পান। বেলা ১১ টা নাগাদ তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনি মারা যান।

৬৪ বছর বয়সি উমেশ টেলিভিশন ও ডিজিটাল মিডিয়া উভয় ক্ষেত্রেই ব্যাপক অবদান রেখেছেন। টেলিভিশন, প্রিন্ট, রেডিও ও ডিজিটাল মিডিয়ায় তার চার দশকের কর্মজীবনে তিনি বিশিষ্ট মিডিয়া প্রতিষ্ঠানগুলোতে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তিনি মিডিয়া শিল্পের খুঁটিনাটি সম্পর্কে গভীর উপলব্ধির জন্য, সাংবাদিকতার সততার প্রতি তার উৎসর্গতার জন্য বিখ্যাত। সম্প্রতি তিনি 'ওয়েস্টার্ন মিডিয়া ন্যারেটিভ অন ইন্ডিয়া: ফ্রম গান্ধি টু মোদি' নামে একটি বই লিখেছেন। দেশটির প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রবীণ এ সাংবাদিকের মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন। উমেশ উপাধ্যায়ের মৃত্যুতে মিডিয়ায় নেমে এসেছে শোকের ছায়া। সাংবাদিক ও লেখকরা তার গুরুত্বপূর্ণ অবদানের কথা তুলে ধরেছেন। তারা তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছেন ও তার প্রতি শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন।

সম্পাদকীয়

১৩,৯৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সাতটি প্রধান প্রকল্পে অনুমোদন কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর পৌরোহিত্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ ১৩,৯৬৬ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষকদের জীবন ও স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে সাতটি প্রকল্পকে অনুমোদন দিয়েছে। এই সাতটি প্রকল্প নিয়ে ডিজিটাল কৃষি মিশন। ডিজিটাল জন-পরিকাঠামোর গঠনের ওপর ভিত্তি করে ডিজিটাল কৃষি মিশন কৃষকদের জীবনধারণের স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে প্রযুক্তির ব্যবহার করবে। এই মিশনে ২,৮১৭ টাকা টাকা ব্যয় করা হবে। এর মূল দুটি স্তম্ভ হল কৃষি স্ট্যাক এবং কৃষি সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থা। কৃষি স্ট্যাকে কৃষকদের নিবন্ধীকরণ, গ্রামীণ জমি ম্যাপের নথিভুক্তিকরণ এবং ফসল উৎপাদন নিবন্ধীকৃত করা। কৃষি সিদ্ধান্ত সহায়ক ব্যবস্থার অধীনে রয়েছে ভূ-স্থানিক তথ্য, খরা / বন্যার নজরদারি, আবহাওয়া / উপগ্রহগত তথ্য, ভূগর্ভস্থ জল / জলের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত তথ্য, উৎপাদিত ফসলের মডেলিং এবং বিমা। এই মিশনে যে সমস্ত সংস্থান রয়েছে তা হল - মাটির চরিত্র, ডিজিটাল উপায়ে ফসলের মূল্যায়ন এবং ডিজিটাল উৎপাদন ক্ষমতার মডেলিং। শস্য ঋণের সঙ্গে যোগ স্থাপন, কৃত্রিম মেধা এবং বিগ ডেটার মতো আধুনিক প্রযুক্তিকে যুক্ত করা, ক্রেতাদেরকে যুক্ত করা, মোবাইল ফোনে নতুন কৃষি সংক্রান্ত জ্ঞানভাণ্ডার গড়ে তোলা। ৩,৯৯৭ কোটি টাকা ব্যয়ে খাদ্য ও পুষ্টি সুরক্ষার স্বার্থে ফসল বিজ্ঞান ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ২০৪৭ সালের মধ্যে খাদ্য সুরক্ষা গড়ে তুলতে খাদ্য এবং জলবায়ু নিরোধক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কৃষকদেরকে এই উদ্যোগ উপযুক্ত করে তুলবে। এর অন্যতম দিকগুলি হলু গবেষণা ও শিক্ষা, পরিকল্পিত জেনেটিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা, ডালশস্য এবং গবাদি পশুখাদ্য উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা, ডালশস্য এবং শস্যবীজ উৎপাদন ব্যবস্থাপনা, বাণিজ্যিক ফসলের উন্নতিসাধন প্রভৃতি। এছাড়াও, ২,৯৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি-শিক্ষা ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলকে শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে কৃষি-বিজ্ঞান ও গবেষণার ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রী তৈরি করা যাতে তাঁরা বর্তমান চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে উন্নত গবেষণার দিক নির্ণয় করতে পারেন। ২০২০ সালের নতুন শিক্ষানীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কৃষি এবং শিক্ষাক্ষেত্রে গবেষণাকে আরও আধুনিক করে তোলা, ডিজিটাল ডিপিআই, কৃত্রিম মেধা, বিগ ডেটা, দূরনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা প্রভৃতি অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ে ওঠা, জলবায়ু নিরোধক এবং প্রাকৃতিক উপায়ে চাষবাসের সঙ্গে সমন্বয়সাধন করা। এছাড়াও, ১,৭০২ কোটি টাকা সুস্থায়ী প্রাণীসম্পদ উৎপাদন ক্ষেত্রে ব্যয় করা হবে। এতে প্রাণীসম্পদ উৎপাদন এবং দুগ্ধ ক্ষেত্রে আরও বেশি কৃষকদেরকে যুক্ত করাই মূল উদ্দেশ্য। এক্ষেত্রে উন্নত প্রযুক্তি, প্রাণীশিক্ষা প্রতিষ্ঠান, পশুদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা, তাদের পুষ্টি ও উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে নজর দেওয়া হয়েছে। উদ্যানপালনের ক্ষেত্রে সুস্থায়ী উন্নয়নের লক্ষ্যে ৮৬০ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। এতে করে কৃষকদের উপার্জন বৃদ্ধি সহ উদ্যানপালন থেকে তাঁরা যাতে উপার্জন করতে পারেন তার সংস্থান বৃদ্ধি করাই মূল লক্ষ্য। এর পাশাপাশি, ১,২০২ কোটি টাকা ব্যয়ে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রকে শক্তিশালী করে তোলা হবে এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনায় ১,১১৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।

উৎসব বা পূজা পার্বণের সময়ক্ষণ নির্ধারিত হয় ঋতুর সঙ্গে সমন্বয় রেখে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(দ্বিতীয় পর্ব)

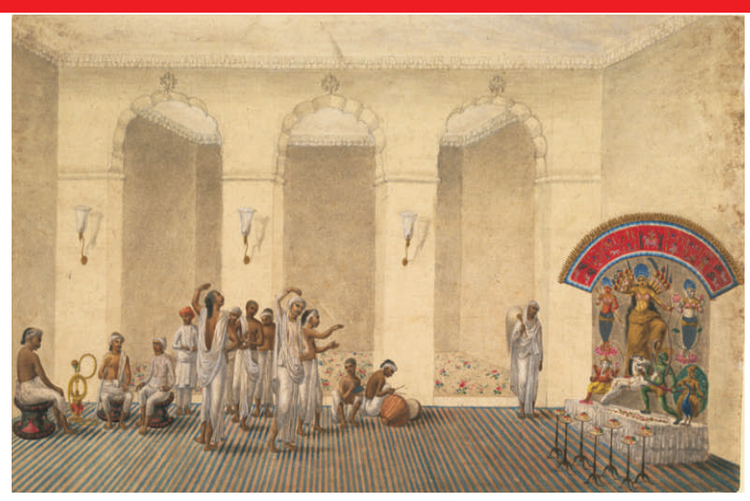

থেকে, লোকেরা তাদের বন্ধুবান্ধব, পরিবার এবং প্রিয়জনদের সাথে প্যান্ডেল থেকে প্যান্ডেলে যেতে শুরু করে দুর্গাপ-প্রতিমা এবং প্যান্ডেল দেখতে কলকাতার রাস্তায় ভিড় করে। তবে এই নানা মতপার্থকই রয়েছে।দূর্গা পূজা কবে, কখন, কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিল--তা নিয়ে নানা মতভেদ আছে। ভারতের দ্রাবিড় সভ্যতায় মাতৃতান্ত্রিক দ্রাবিড় জাতির মধ্যে মাতৃদেবীর পূজার প্রচলন ছিল। আর্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবতাদের। অনার্য সভ্যতায় প্রাধান্য ছিল দেবীদের, তারা পূজিত হতেন আদ্যাশক্তির প্রতীক রূপে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের গঠন, দায়িত্ববোধ ও উর্বরতা শক্তির সমন্বয়ের কথা বিবেচনা করে অনার্য সমাজে গড়ে উঠে মাতৃপ্রধান দেবী সংস্কৃতির ধারনা। ভারতে অবশ্য মাতৃরূপে দেবী সংস্কৃতির ধারনা অতি প্রাচীন। ইতিহাস থেকে প্রমান পাওয়া যায়, প্রায় ২২,০০০ বছর পূর্ব ভারতে প্যালিওলিথিক জন গোষ্ঠি থেকেই দেবী পূজা প্রচলিত শুরু হয়েছিল। হরপ্পা ও মহেন্জোদারো সভ্যতা তথা সিন্ধু সভ্যতায় এসে তা আরো গ্রহণযোগ্য, আধুনিক ও বিস্তৃত হয়। মাতৃপ্রধান পরিবারের মা-ই প্রধান শক্তি, তার নেতৃত্বে সংসার পরিচালিত হয়, তার নেতৃত্বে শত্রু নাশ হয়, আর তাই মাকে সামনে রেখে দেবী বিশ্বাসে গড়ে উঠে, গড়ে ওঠে শাক্ত সম্প্রদায় মত। এই মত অনুসারে দেবী হলেন, শক্তির রূপ, তিনি পরব্রহ্ম। শাক্ত মতে, কালী বিশ্ব সৃষ্টির আদি কারণ। অনান্য দেব দেবী মানুষের মঙ্গলার্থে তাঁর বিভিন্ন রূপে প্রকাশ মাত্র। মহাভারত অনুসারে, দূর্গা বিবেচিত হন কালী শক্তির আরেক রূপে। নানা অমিল ও বৈচিত্র থাকা সত্বেও কিভাবে কালী দূর্গার রূপের সাথে মিশে এক হয়ে গেল সে রহস্য আজো অজানা। কেউ কেউ ধারনা করেন, সিন্ধু সভ্যতায় (হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো সভ্যতা) দেবীমাতার, ত্রিমস্তক দেবতা, পশুপতি শিবের পূজার প্রচলন ছিল। দূর্গা শিবের অর্ধাঙ্গিনী--সে হিসাবে অথবা দেবী মাতা হিসাবে পূজা হতে পারে। এদিকে মধ্য যুগে বাংলা সাহিত্যে দূর্গা পূজার অস্তিত্ব পাওয়া যায়। ঢাকেশ্বরী মন্দির চত্বরে আছে দুই

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

রবিবার 'রাত দখলের পর' সোমবার জুনিয়র ডাক্তারদের লালবাজার অভিযান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রাত তখন ১ টা! সাধারণত এই সময় কলকাতার প্রাণকেন্দ্র ধর্মতলার রানী রাসমণি অ্যাভিনিউ সুনসান হয়ে যায়। রাস্তায় বাস, সিএনজি বা অন্য পাবলিক ট্রান্সপোর্ট তেমন থাকে না বললেই চলে। মানুষের আনাগোনা তো থাকেই না। কিন্তু রবিবারের রাত ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। থিকথিক করছিল ধর্মতলা চত্বর। চারিদিকে অসংখ্য কালো মাথা। সবারই একটাই দাবি ন্যায় বিচার! ন্যায় বিচারের দাবিতে গতকাল রাত দখলে নেমেছিল নাগরিক সমাজ। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাত দখলে সামিল হয়েছিলেন টলিউডের তারকারাও। সোহিনী সরকার, উষসী চক্রবর্তী, বিদিপ্তা চক্রবর্তী, বিরসা দাশগুপ্ত, দেবলীনা দত্ত, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় কে নেই! সেই মঞ্চ থেকেই মিউজিক সিস্টেমে বেজে উঠল ইথুন বাবুর লেখা সেই প্রতিবাদী গান। 'ও দেশটা তোমার বাপের নাকি করছো ছলাকলা, কিছু বললেই ধরছো চেপে জনগণের গলা।' সেই গানের তালে তালে কেউ গলা মেলালেন, কেউবা হাততালি দিয়ে অন্য আন্দোলনকারীদের উৎসাহিত করলেন। গান গাওয়ার পাশাপাশি পথনাটিকা, সড়কের উপর স্লোগান লিখে, মোবাইলের ফ্ল্যাশ লাইট জ্বালিয়ে আন্দোলনের মাত্রাকে আরো তীব্রতর করতে দেখা গেল। কেউ কেউ আবার গেয়ে উঠলেন 'উই শ্যাল ওভারকাম, আমরা করব জয়।' অর্থাৎ প্রতিবাদের ভাষা কখনও স্লোগান, গান, পথনাটিকা। তবে এই রাত দখলে কোন দলীয় পতাকা ছিল না। তবে অনেকের হাতেই দেখা গেছে ভারতের জাতীয় পতাকা। আন্দোলনকারীদের হাতে ছিল পোস্টার, প্ল্যাকার্ড- যেখানে লেখা 'শেষ না দেখে ছাড়বো না', 'আমাদের একটাই স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর', 'বিচার চাইতে লড়াই করো, আরজিকরের মাথা ধরো,' আমার রাতটা আমার থাক, ধর্ষকরা নিপাত যাক'। রবিবার রাতে কলকাতার ধর্মতলার আন্দোলন মঞ্চের পাশাপাশি সোমবার বিকালে কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার অভিযানে অংশ নেওয়া জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলনেও উচ্চারিত হলো সেই প্রতিবাদী গান। গত ৯ আগস্ট কলকাতার আরজিকর মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতাল কর্তব্যরত অবস্থায় মৃত্যু হয় এক তরুণী ডাক্তারের। ওই ঘটনার পর প্রায় ২৪ দিন কেটে গেলেও এখনো ন্যায় বিচার অধরা। গোটা রাজ্যজুড়ে প্রতিবাদ, আন্দোলন, বিক্ষোভ চলছেই। তারই মাঝে রবিবার এই রাত দখল কর্মসূচিতে যোগদান করে নাগরিক সমাজ। এর আগে গত ১৪ আগস্ট মধ্যরাতে রাত দখলের

লড়াইয়ে নেমেছিল গোটা বাংলা। স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায় জানান 'আমাদের হয়তো খুব বেশি বুদ্ধি নেই। কিন্তু যেটুকু বুদ্ধি আছে তা দিয়ে এইটুকু বিশ্বাস করছি না যে ওই একটা লোকই পুরো কাণ্ডটা ঘটিয়েছে। তাই এই আই-ওয়াশ'কে আমরা কেউই বিশ্বাস করছি না। যেটা ঘটেছে সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে আমাদের বিচার চাই। যে নির্যাতিতা মারা গেছে তার বাবা-মায়ের প্রতি সরকারের একটা দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা আছে যে অন্তত বিচারটা হোক।' ঊষসী চক্রবর্তী বলেন 'আমাদের রাজপথ ছাড়লে চলবে না। এটা আমার, আপনার, আমাদের সকলের বেঁচে থাকার লড়াই। সরকারি হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকের যদি সুরক্ষা না থাকে তবে আমার আপনাদের বাড়ির নারীদের কোন সুরক্ষা নেই। আমরা যদি রাজপথে না থাকি, এই ঘটনার যদি বিচার না হয়, তবে আমাদের বেঁচে থাকাটাই কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। ন্যায় বিচার পেয়ে তবেই আমরা থামবো।'

দেবলীনা দত্ত জানান, 'এখন একজন দাবার বোড়েকে লেভেনজুসের মতো ঝুলিয়ে আমাদেরকে শান্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। এটাতে আমরা শান্ত হবো না। আমরা চাই, রাজা, রানী, হাতি, ঘোড়া, জাহাজ সবাইকে ধরা হোক। সেটাই আমাদের দাবি। এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হোক।' সেই ন্যায়বিচার যতদিন না হচ্ছে ততদিন আমাদের আন্দোলন চলবে বলেও জানান দেবলীনা। বিদিপ্তা চক্রবর্তী জানান, '২৪ দিন হয়ে গেছে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে আমরা প্রতিকার চাইছি, সুবিচার চাইছি। আর কতদিন আমাদের রাস্তায় বসে থাকতে হবে, এটাই এখন দেখার!' অভিনেত্রী সোহিনী সরকার জানান, 'সরকারের তরফে মুখ বন্ধ করে সকলে বসে আছে। আমাদের রাজ্যের নারীদের সুরক্ষা নিয়ে যে সমস্যা সেটা নিয়ে তারা একটাও কথা বলছে না।' তার অভিমত 'শুধু কলকাতা নয় মহিলাদের জন্য কোন জায়গাই নিরাপদ নয়।' পুত্র সন্তান এবং স্বামীকে নিয়ে এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এক নারী। বাবার কোলে সন্তানের হাতে ধরা ছোট্ট একটা প্ল্যাকার্ড যাতে লেখা 'আমাদের এক স্বর, জাস্টিস ফর আরজিকর। সল্টলেকের বাসিন্দা ওই নারী জানালেন '১৪ আগস্টের রাত দখলেও আমি বেরিয়েছিলাম। সারারাত ঘুরেছি। ঠিক সেভাবে আজকেও বেরিয়েছি এবং পারলে রোজই বেরোবো- যতদিন না আমি এর বিচার পাচ্ছি। আমার আর বাড়িতে বসে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আর সেই কারণেই আমি যেখানেই আন্দোলন হচ্ছে, পুত্র সন্তানকে সাথে নিয়ে সেখানেই যোগদান করছি।' তার অভিমত 'বিচার ব্যবস্থার উপর যে খুব একটা আশা আছে তা নয়, কিন্তু মানুষের উপর আশা আছে। যদি সোজা ভাবে বিচারব্যবস্থা না হয়, তবে ছিনিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থাটা করতে হবে। আর আমরা যদি চুপ করে যাই, তবে ওদের পক্ষে সবকিছু ধামাচাপা দিয়ে দেওয়াটা আরও সহজ হয়ে যাবে।' আমরা তিলোত্তমা মঞ্চ থেকে আরেক এক নারী আন্দোলনকারী জানিয়েছেন, 'আমাদের রাত দিন সমস্তটাই দখল করার কথা। তার কারণ শুধু রাতেই মেয়েরা সুরক্ষিত নয়, দিনে সুরক্ষিত- এমনটা নয়। সব সময় মেয়েরা অসুরক্ষিত। এতদিন ধরে আমরা কাকুতি মিনতি করে নিজেদের সুরক্ষার ভিক্ষা করে এসেছি, কিন্তু এখন আর সময় নেই। দেওয়ালে আমাদের পিঠ ঠেকে গেছে। আমরা আর ভিক্ষা করবো না। রাজপথের আকাশ বা পাড়ায় পাড়ায়, অলি গলির আকাশ হোক- একটাই কথা শোনা যাবে আমাদের অধিকার। এবার আমরা বুঝে নিতে শিখেছি। একজন চিৎকার করলে শোনা যায় না, তাই আমরা সকলে মিলে চিৎকার করছি, এবার নিশ্চয় শোনা যাবে।' জুনিয়র চিকিৎসকদের লালবাজার অভিযান:

এদিকে আরজিকর কাণ্ডে কলকাতা পুলিশের কমিশনার বিনীত গোয়েলের পদত্যাগ চেয়ে লালবাজার অভিযান করে জুনিয়র ডাক্তাররা। সোমবার দুপুর ২টা নাগাদ কলেজ স্কোয়ার থেকে মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট হয়ে লালবাজার অভিমুখের রওনা দেন জুনিয়র চিকিৎসকরা। আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের হাতে ছিল লাল গোলাপ, রজনীগন্ধার মালা এবং শিরদাঁড়া। পুলিশ কমিশনারের হাতে সেই লাল গোলাপ তুলে দিয়ে তাকে বিদায় জানাবেন জুনিয়র ডাক্তাররা। জুনিয়র চিকিৎসকদের আটকাতে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরাও ছিল প্রস্তুত। কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লাল বাজারকে কার্যতো নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়। লালবাজারে ঢোকার প্রতিটি প্রবেশ পথেই ৯ ফুটের উচ্চতার লোহার ব্যারিকেড দিয়ে ঘিরে ফেলা হয়। যাতে মাছিও গলতে না পারে। বউবাজার, কলেজ স্কোয়ার মুখে ব্যারিকেড মজবুত করতে লোহার শিকল দিয়ে বাঁধা হয়। পরে সেই শিকলে লাগিয়ে দেওয়া হয় তালা। যদিও সেই ব্যারিকেড ভাঙার চেষ্টা করেননি জুলিয়ার ডাক্তাররা। মিছিল শুরু হওয়ার কিছু পরেই বিবিগাঙ্গুলী ও ফিয়ার্স লেনের সংযোগস্থলে আটকে দেওয়া হয় জুনিয়র ডাক্তারদের সেই মিছিল। এরপর রাস্তায় বসে পড়ে অবস্থান শুরু করে আন্দোলনকারী চিকিৎসকরা। সেখান থেকেই আন্দোলনকারী ডাক্তারদের গলায় প্রতিবাদী সেই গান! 'ও দেশটা তোমার বাপের নাকি করছো ছলাকলা, কিছু বললেই ধরছো চেপে জনগণের গলা।' সেই গানের তালে তালে গলা মেলালেন অন্যরাও। তবে ডাক্তারদের পাশাপাশি অনেক সাধারণ মানুষকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দেখা যায় এই মিছিলে যোগ দিতে। এরপর পুলিশের শীর্ষ কর্মকর্তাদের সাথে দফায় দফায় চলে আলোচনা। আন্দোলনকারী চিকিৎসার একটাই দাবি পুলিশ কমিশনারকে ইস্তফা দিতে হবে। আরজিকরের ঘটনার প্রতিবাদে এবং নারীদের সুরক্ষা দাবীতে গোটা রাজ্যজুড়ে সোমবার মহাকুমা শাসক জেলাশাসক, পুলিশ সুপার ও পুলিশ কমিশনারেটের কার্যালয় ঘেরাও ডাক দিয়েছিল বিজেপি। এই কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে কোচবিহারে পুলিশের সাথে ধস্তাধস্তি বেধে যায় বিজেপি কর্মী সমর্থকদের। এক সময় বিজেপি কর্মীদের হটাতে পুলিশকে লাঠিপেটা ও টিয়ার গ্যাসের সেল ফাটাতে হয়।। এদিকে মঙ্গলবার রাজ্য বিধানসভায় আনা হচ্ছে নারী ও শিশু নির্যাতন বিরোধী বিশেষ বিল। এই বিলের নাম দেওয়া হয়েছে 'অপরাজিতা উইমেন এন্ড চাইল্ড ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্রিমিনাল ল সংশোধনী বিল ২০২৪'। মঙ্গলবার এই বিলটি বিধানসভায় উত্থাপন করবেন আইন মন্ত্রী মলয় ঘটক। এরপর বিলটি নিয়ে বিধানসভায় আলোচনা হবে। পরিশেষে তা পাস করানো হবে।

জঙ্গলের দেবী মা মনসা

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

হিন্দু দেবী হিসেবে তাঁকে নাগ বা সর্পজাতির পিতা কশ্যপ ও মাতা কদ্রুর সন্তান রূপে কল্পনা করা হয়েছে। আমরা কল্পতরু আর কল্পনা যাই বলি না কেন মনের বিশ্বাস এই জন্ম নিয়েছে দেবি কুল, এই দেবী কুল এর একটি অংশ নাগমাতা আজও আমাদের মধ্যে বিরাজমান। প্রাচীন একটি কাব্যগ্রন্থ, মনসা দেবীর ইতিকথা যতটুকু ইতিবৃত্ত করা আছে।সে কথাগুলো আজ এই লেখাতে সমৃদ্ধি না করলে এই লেখাটি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগে মুখ খুললেন কারিনা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ উঠেছে বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুরের বিরুদ্ধে। সমস্যার সূত্রপাত অভিনেত্রীর লেখা বই 'কারিনা কাপুর খান'স প্রেগন্যান্সি বাইবেল' থেকে। আইনজীবী ক্রিস্টোফার অ্যান্টনি কারিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছিলেন। অবশেষে সেই বিষয়ে মুখ খুললেন অভিনেত্রী।

গত মে মাসে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে ক্রিস্টোফার অ্যান্টনি কারিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ ছিল, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করেছেন অভিনেত্রী। কারিনার লেখা বইও'কারিনা কাপুর খান'স প্রেগন্যান্সি বাইবেল'-এর উপরেও নিষেধাজ্ঞা দাবি করেন তিনি। এই বইয়ের নাম খ্রিস্ট ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করছে বলে অভিযোগ।

কারিনা তার আইনজীবী দিব্যা কৃষ্ণা বিল্লাইয়া ও নিখিল ভাটের মাধ্যমে জানিয়েছেন, ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাত করার কোনও উদ্দেশ্য ছিল না তার। মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর। 'কারিনা কাপুর খান'স প্রেগন্যান্সি বাইবেল' প্রকাশের পরে কারিনা জানিয়েছিলেন- এই বই তার কাছে তৃতীয় সন্তানের মতো। উল্লেখ্য, আইনজীবী তথা সমাজকর্মী ক্রিস্টোফার অ্যান্টনি দাবি করেছিলেন- কারিনার বইয়ে 'বাইবেল' শব্দটির ব্যবহার খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের ভাবাবেগে আঘাত করেছে। তিনি অভিযোগ করেন, "খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীদের জন্য বাইবেল সবচেয়ে পবিত্র বই। কারিনার অন্তঃসত্ত্বা অবস্থার সঙ্গে এর তুলনা টানা মোটেই ঠিক হয়নি।"

কারিনা নিজের বই সম্পর্কে জানিয়েছিলেন, সন্তানধারণের অভিজ্ঞতা এবং তা নিয়ে এই বই লেখার সফর তার কাছে এক বিশেষ সফর হয়ে থাকবে। তার কথায়, "এই সময়টা ভাল-খারাপ মিলিয়ে কাটে। কোনও দিন আমি কাজে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠতাম। কোনও দিন আবার বিছানা থেকে উঠতেও আমার কষ্ট হত। এই সময়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে যে অভিজ্ঞতা হয়েছে, তা নিয়েই লেখা এই বই।"

গর্ভে সন্তান জেনেও যে 'বদভ্যাস' ছাড়তে পারেননি রানি মুখার্জি

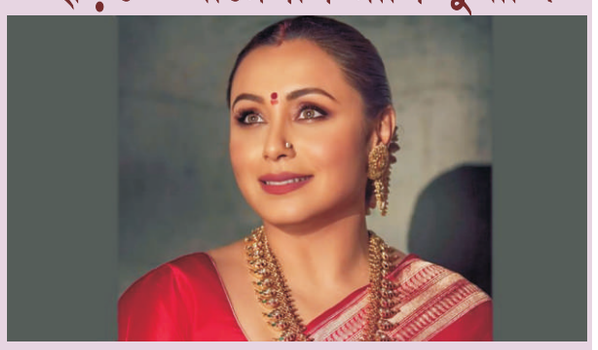

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউডের বহুস্টার রয়েছেন, যারা সিগারেটে আসক্ত। আর তা নিয়ে প্রকাশ্যে কথা বলতে পিছপা হন না কেউই। শাহরুখ খান থেকে শুরু করে অজয় দেবগণ, সকলেই ছিলেন চেইন স্মোকার। সেই তালিকায় মধ্যে রয়েছেন বলিউড অভিনেত্রী রানি মুখার্জি।

তিনিও প্রথম থেকেই সিগারেটের নেশায় ডুবে থাকতেন। বারে বারে মায়ের মানা করার সত্ত্বেও তিনি ছাড়তে পারতেন না। এমন কি তিনি বারে বারে ছাড়ার চেষ্টা করেও পারেননি। কারণ হিসেবে জানান, বিভিন্ন অস্বস্তিতে ভুগতেন তিনি।

মায়ের চোখের আড়াল হলে রানি মুখার্জি বাথরুমে গিয়ে ধূমপান করতেন। শুধু তাই নয়, রীতিমতো ডিয়োড্রেন্ট ব্যবহার করতেন।

তবে সন্তানসম্ভবা হওয়ার পর চেষ্টা করেছিলেন ধূমপান ছাড়তে। একাধিকবার সাক্ষাৎকারে এসে নিজের এই কঠিন পরিস্থিতি নিয়ে মুখ খুলেছিলেন রানি।

জানিয়েছিলেন, কতটা খারাপ পরিস্থিতি দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। প্রতিটা মুহূর্তে সিগারেট ছাড়া থাকতেই পারতেন না। তবে শেষে সন্তানরে কথা ভেবে স্থির করেন ধূমপান কমিয়ে দেবেন। রাতারাতি তা সম্ভব হয়নি।

তবে গর্ভে যখন সন্তান, তখন আর ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না তিনি। অবশেষে স্থির করেন, একটু একটু করে সরে আসবেন এই নেশা থেকে। সেই চেষ্টাই করতে থাকেন। আর একটা সময় পর তিনি এই নেশা একেবারেই ত্যাগ করে ফেলেন।

কার্ড ছাপার পরেও কেন বিয়ে ভেঙে যায় সালমান খানের?

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড সুপারস্টার সালমান খানের জীবনে একাধিকবার প্রেম এসেছে। তবে বিয়ের পিঁড়িতে বসার জন্য এক বারই প্রস্তুত হয়েছিলেন ভাইজান। ক্যারিয়ারের শুরুর দিকে এক অভিনেত্রীর সঙ্গে নাকি গাঁটছড়া বাঁধার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সালমান। এমনকী তাদের বিয়ের কার্ড পর্যন্ত ছাপা হওয়ার পরেও তা ভেঙে যায়।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, সালমানের বিয়েটা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল আরও ২৪ বছর আগে। কিন্তু, শেষ মুহূর্তে সেই বিয়ে ভেঙে দেন বলিউড টাইগার। একটি সাক্ষাৎকারে সালমান খানের সেই ভাঙ্গা বিয়ের রহস্য উন্মোচন করেছিলেন তার দীর্ঘদিনের বন্ধু প্রযোজক সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা।

সাজিদ জানিয়েছিলেন, ঠিকঠাক হয়েও ভেঙে যায় সেই বিয়ে। ১৯৯৯ সালের ১৮ নভেম্বর বাবা সেলিম খানের জন্মদিনের দিনই বিয়ে ঠিক হয়েছিল সালমান ও সঙ্গীতার। বাড়িতেও প্রস্তুতি শেষ তবে আচমকাই ঠিক পাঁচ দিনে আগে সালমানই ঘটিয়ে ফেলেন চরম অঘটন। জানিয়ে দেন, তিনি বিয়ে করছেন না।

কারণ হিসেবে জানিয়েছিলেন, তার নাকি মুড নেই, অর্থাৎ ইচ্ছে নেই। সেই কারণে তিনি বিয়ে করতে পারবেন না। সকলেই ভীষণ অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। তবে সালমান খানের মুখের উপর কথা বলার সাহস আর কয়জনেরই বা আছে। এরপর কেটে গিয়েছে বহু বছর। সঙ্গীতা বিজলানির সঙ্গে ১৯৮৬ সাল থেকে সালমান খানের প্রেম ছিল। নিজের থেকে ৬ বছরের বড় সঙ্গীতাকে সে সময় বিয়ে না করলেও পরবর্তীতে এই নায়িকা বিয়ে করেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের সাবেক অধিনায়ক ও রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আজহার উদ্দিনকে। যদিও টেকেনি সেই সংসার। ২০১০ সালে ডিভোর্স হয় সঙ্গীতা ও আজহার উদ্দিনের।

'ভালোবাসা' নিয়ে যা জানালেন নাতাশা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : হার্দিক পান্ডিয়া ও নাতাশা স্টানকোভিচ ডিভোর্সের ঘোষণা করার পরপরই সব অভিযোগের আঙুল উঠেছিল সার্বিয়ান মডেলের দিকে। টাকার জন্য ছেড়েছেন স্বামী- এমন কটাক্ষে ভরে উঠেছিল সোশ্যাল মিডিয়া। তবে এরপরই একের পর এক পোস্টে সামনে আসতে থাকে ভারতীয় ক্রিকেট তারকার সংসারের গোপন কথা! কখনো শোনা যেতে থাকে অন্য মেয়েতে মন মজেছিল হার্দিকের, কখনো শোনা যায় তিনি নিজেকে নিয়ে এতটাই মেতে থাকতেন, সংসার টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হন নাতাশা।

এসবের মাঝেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ফের চর্চায় নাতাশা ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে গত সোমবার একটি পোস্ট শেয়ার করেছেন তিনি। যেখানে লেখা, 'ভালোবাসা ধৈর্যশীল। ভালোবাসা দয়ালু। ঈর্ষা করে না। অহংকার করে না। অন্যকে অসম্মান করে না। এটা আত্মসন্ধানী নয়। সহজে রেগে যায় না। ভুলের কোনো হিসাব রাখে না। মন্দের মধ্যে আনন্দ পায় না, তবে ভালোতে আনন্দ পায়। এটি সর্বদা সুরক্ষা দেয়, সর্বদা বিশ্বাস করে, সর্বদা আশা করে, সর্বদা সংরক্ষণ করে। ভালোবাসা কখনো হারে না'।

সাম্প্রতিক ভারতীয় এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, নাতাশা হার্দিকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু ক্রমাগত চেষ্টা করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। 'হার্দিক আসলে নিজেকে নিয়েই ডুবে থাকেন। নাতাশা আর সামলাতে পারলেন না। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ হিসেবে তারা একদম আলাদা। বড় ব্যবধান দুজনের ব্যক্তিত্বের। তিনি মানিয়ে নেয়ার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু শেষে ক্লান্ত হয়ে পড়েন। নাতাশা তাল রাখতে পারছিলেন না, তাই চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।'

যারা পুলিশকে ঢিল ছোড়ে তারা শিক্ষার্থী নয়

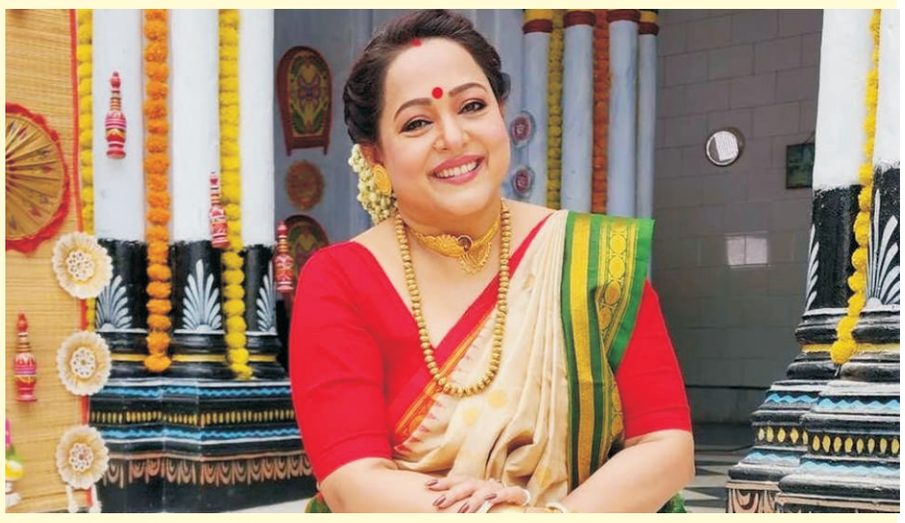

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেশকিছু দিন ধরে উত্তাল রয়েছে ভারত। আরজি করে ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনায় একের পর এক কর্মসূচি দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন মহল। তারই ধারাবাহিকতায় ওপার বাংলায় 'ছাত্র সমাজ' নবান্ন অভিযানের ডাক দেয়। তবে এ নবান্ন অভিযানে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে ছাত্র সমাজ। প্রশাসনের তরফে আন্দোলনকারীদের আটকাতে জলকামান ও টিয়ার গ্যাস ব্যবহার করা হয়। এ সময় আন্দোলনকারীদের হাতেও বাঁশ, ইট দিয়ে পালটা আক্রমণ করতে দেখা যায়।

২৭ আগস্ট রাত থেকে, 'ছাত্র সমাজ'-এর নবান্ন অভিযানকে নিয়ে বেশ আলোচনা-সমালোচনা করেছেন টলিউডের বেশ কিছু তারকা। এদিকে অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এক পোস্ট করে বলেন যারা পুলিশকে ঢিল ছোঁড়ে তারা ছাত্র হতে পারে না।

অপরাজিতা লিখেছেন, 'ছাত্র সমাজের ডাক মানে হল শিক্ষার ডাক, শিক্ষিতের ডাক, আলোর ডাক, ভিতরের অন্ধকার মুছে ফেলে আলোর উন্মোচনের ডাক, সমাজকে সচেতন করে শীত ঘুম ভাঙ্গানোর ডাক। নূতন যৌবনের দূতদের ডাক। তারা বুক পাততে জানে। তারা পুলিশকে ঢিল ছুঁড়তে পারে এটা আমি বিশ্বাস করি না। যারা ঢিল ছোঁড়ে তারা কখনও ছাত্র সমাজ হতে পারে না।'

তিনি লিখেন, সত্যিই যারা ছাত্র সমাজ এবং যারা সেই সমাজের প্রতিমূর্তি এটা তাদের কলঙ্কিত করা এবং কলুষিত করা। জানি আমার এই বক্তব্যের বিপক্ষে যুক্তি দেয়ার প্রচুর লোক আছেন কিন্তু আমরা গণতান্ত্রিক সমাজে বাস করি আমাদের নিজের মত প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। পোস্টের শেষে অপরাজিতা লিখেন, 'যে ছাত্র সমাজ মেডিকেল এর ছাত্ররা সক্রিয় ভাবে আরজি কর আন্দোলনটা করছেন তাদের আবেগকে ধাক্কা দেয়ার অধিকার কারোর নেই। সেটা কোন রাজনৈতিক দলেরও নেই, সেটা কোন মাধ্যমের ও নেই। সেটা কোনো মানুষেরও নেই। এই ধরনের আচরণ শুধুই মনুষ্যত্বের অপমান।'

উল্লেখ্য, গত ৯ আগস্ট ভোরের দিকে কলকাতার শ্যামবাজার এলাকায় অবস্থিত আর জি কর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসকদের বিশ্রামকক্ষ থেকে এক নারী চিকিৎসকের ক্ষতবিক্ষত মরদেহ উদ্ধার হয়। পরে ময়নাতদন্তে জানা যায়, ওই চিকিৎসককে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছিল।

তবে মরদেহ উদ্ধারের পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বলেছিল যে ওই চিকিৎসক আত্মহত্যা করেছেন। কর্তৃপক্ষের এই বক্তব্যের পর প্রথমে ফুঁসে ওঠে কলকাতা, পরে গর্জে ওঠে পুরো পশ্চিমবঙ্গ।

কোপা আমেরিকায় সেই কাণ্ডে ৫ ম্যাচ নিষিদ্ধ রদ্রিগো

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্যালারিতে উঠে দর্শকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ানো উরুগুয়ের ফুটবলারদের শাস্তি পাওয়া একরকম অনুমিতই ছিল। এসে গেল সেই ঘোষণাও। পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিষিদ্ধ হলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেস। এছাড়া রদ্রিগো বেন্তানকুরকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়াও এছাড়া রোনালদ আরাউহো, হোসে মারিয়া হিমেনেস ও মাথিয়াস অলিভেরাকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

তদন্ত শেষে ২৮ আগস্ট উরুগুয়ের ফুটবলারদের শাস্তির বিষয়টি জানায় দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা কনমেবল গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার সেমি-ফাইনালে ঘটে এই কাণ্ড। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের পর হুট করে গ্যালারির দিকে তেড়ে যান উরুগুয়ের বেশ কয়েকজন ফুটবলার। ডাগআউটের পাশের সিঁড়ি বেয়ে গ্যালারিতে উঠে প্রতিপক্ষের দর্শকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান তারা।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যায়, দর্শকদের সঙ্গে বিবাদে উরুগুয়ের প্রায় সব ফুটবলারের অংশগ্রহণ ছিল। পরে ব্রডকাস্টার চ্যানেলে দলের অধিনায়ক হিমেনেস বলেছিলেন, মূলত পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতেই গ্যালারিতে তেড়ে গিয়েছিলেন তারা।

ওই ঘটনায় খেলোয়াড়দের শুধু নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি কনমেবল। নুনেসকে ২০ হাজার ডলার, বেন্তানকুরকে ১৬ হাজার ডলার এবং আরাউহো, অলিভেরা ও হিমেনেসকে ১২ হাজার ডলার করে জরিমানা করা হয়েছে। উরুগুয়ে ফুটবল অ্যাসসিয়েশনকেও ২০ হাজার ডলার জরিমানা করেছে কনমেবল। মারামারিতে জড়ানোয় শাস্তি পেয়েছেন মোট ১১ জন ফুটবলার।

আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ আছে উরুগুয়ের। এসব ম্যাচে নুনেস, হিমেনেসদের পাবেন না কোচ মার্সেলো বিয়েলসা। লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে চারটি জিতে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে উরুগুয়ে।

বার্সা অভিষেক রাঙালেন মালমো

৮৯৯ গোলও রোনালদোর শুরু!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ফুটবল মাঠে একের পর এক দাপট দেখাচ্ছে পর্তুগিজ তারকা ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। বয়স তার নৈপুন্যে বাঁধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। ৩৯ বছর বয়সেও মাঠে রোনালদোর কারিশমাটিক ফুটবলে উছ্বসিত ভক্তরা। একের পর এক গোল করে নিজেকে নিয়ে যাচ্ছেন অনন্য উচ্চতায়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে চল্লিশে পা দেবেন ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো। এ বয়সেও ফুটবল খেলার প্রতি তার ঝোঁক কতটা গভীর, সেটা বোঝা যায় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বাংলাদেশ সময় গতকাল রাত ২টা ৪৪ মিনিটে করা তার পোস্টে। এক্সে পোস্টটি করার আগে মাঠে নেমেছিলেন পর্তুগিজ কিংবদন্তি। সৌদি প্রো লিগে আল ফেইহার বিপক্ষে ৪-১ গোলে জিতেছে তার দল আল-নাসর। এই ম্যাচে ফ্রি কিক থেকে দারুণ এক গোল করেন রোনালদো। এটি ছিল তার ক্যারিয়ারের ৮৯৯তম গোল। ২২ বছরের পেশাদার ক্যারিয়ার পেরিয়ে এতগুলো গোলের পর রোনালদো তার পোস্টে লিখেছেন, এটা কেবল শুরু। চলো এগিয়ে যাই আল নাসর।

ম্যাচের ৫ মিনিটে রোনালদোর বানানো বল থেকে গোল করেন আল নাসরের ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড অ্যান্ডারসন তালিসকা। প্রথমার্ধে যোগ করা সময়ের ১০ মিনিটে আল ফেইহার বক্সের সামনে ফাউলের কারণে ফ্রি কিক পায় আল নাসর। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম মেইল অনলাইন জানিয়েছে, ফ্রি কিকটি নেওয়ার আগে রোনালদো পর্তুগিজ ভাষায় আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে নিজেই নিজেকে বলেছেন, 'আমিই সেরা।' ফ্রি কিকে গতিতে ভরসা না রেখে বলটি সঠিক জায়গা দিয়ে জালে পাঠানোই লক্ষ্য ছিল রোনালদোর। তার বাঁকানো শটটি ঠিক সেভাবেই আল ফেইহা গোলকিপারের বাঁ দিক দিয়ে আশ্রয় নিয়েছে জালে। ফ্রি কিক থেকে এটা ছিল রোনালদোর ক্যারিয়ারে ৬৪তম গোল। এই তালিকায় লিওনেল মেসি ও ডেভিড বেকহামের চেয়ে এক গোল পিছিয়ে আছেন রোনালদো। ৭৭ গোল নিয়ে তালিকার শীর্ষে ব্রাজিল ও লিওঁর সাবেক অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার জুনিনহো পেরনামবুকানো। সংবাদমাধ্যম আরও জানিয়েছে, ইতিহাসের প্রথম খেলোয়াড় হিসেবে এ নিয়ে টানা ২৩ মৌসুম ফ্রি কিক থেকে গোল পেলেন রোনালদো।

তবে ম্যাচের ৫৯ মিনিটে ক্যারিয়ারের ৯০০তম গোলও পেতে পারতেন পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড। তালিসকার পাস থেকে গোলকিপারকে সামনে একা পেয়েও বল পোস্টের বাইরে মারেন রোনালদো। এ যাত্রায় না হলেও ক্যারিয়ারের ৯০০তম গোলটি যে রোনালদো দ্রুতই পেয়ে যাবেন, তা না বললেও চলে। মার্সেলো ব্রোজোভিচ এবং তালিসকা আল নাসরের হয়ে ম্যাচের বাকি দুটি গোল করেন। সউদী প্রো লিগে এ নিয়ে আল নাসরের দুই ম্যাচেই গোল পেলেন রোনালদো।

এদিকে, অভিষেক ম্যাচেই গোল করে দলের জয়ে ভুমিকা রেখেছেন স্প্যানিশ তারকা দানি ওলমো। গতপরশু রাতে লা লিগায় নিজের অভিষেক ম্যাচে রায়ো ভায়োকানোকে ২-১ গোলে হারিয়েছে বার্সেলোনা। প্রতিপক্ষের মাঠে শুরুতে গোল হজম করার পর দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়ায় বার্সেলোনা। খেলার ৯ মিনিটে উনাই লোপেসের গোলে পিছিয়ে পড়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে বার্সাকে সমতায় ফেরান পেদ্রি। শেষ দিকে জয়সূচক গোলটি করেন বদলি নামা ওলমো। লাইপজিগ থেকে বার্সেলোনায় যোগ দেয়ার পর নিবন্ধন জটিলতায় প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি দানি ওলমো। এবার দলকে জিতিয়ে অভিষেক রাঙ্গালেন এই স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড। ক্রসবার বাঁধ না সাধলে আরও একটি গোল পেতে পারতেন তিনি। ২০১৮ সালের পর এই প্রথম ভাইয়েকানোর মাঠে লা লিগার ম্যাচ জিততে পারল কাতালান দলটি। লা লিগা শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে টানা তৃতীয় জয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠল হান্সি ফ্লিকের দল। তিন ম্যাচে শতভাগ সাফল্যে বার্সেলোনার পয়েন্ট ৯। ৭ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে ভিয়ারিয়াল। ২ ম্যাচে ৪ পয়েন্ট নিয়ে পাঁচ নম্বরে আছে শিরোপাধারী রিয়াল মাদ্রিদ।

অবসরে মালান

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বয়স ৩৭ বছর। চাইলে আরও কিছু বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলতে পারতেন। সেই শক্তি-সামর্থ্যও ছিল ডেভিড মালানের। কিন্তু হুট করেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় বলে দিলেন ইংল্যান্ডের হয়ে ২০২২ বিশ্বকাপ জয়ী এ ব্যাটার। এর পেছনে অবশ্য লুকায়িত আছে রাগ-অভিমান। ইংলিশদের জার্সিতে পর্যাপ্ত সুযোগ পাচ্ছিলেন না, সম্প্রতি এমন অভিযোগ তুলেছিলেন মালান। ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের পর দেশের হয়ে আর খেলা হয়নি তার।

ইংল্যান্ডের জার্সিতে ২২টি টেস্ট, ৩০টি ওয়ানডে এবং ৬২টি টি-টোয়েন্টি খেলেছেন মালান। তিন ফরম্যাটেই সেঞ্চুরি রয়েছে তার। ইংলিশদের হয়ে এই কীর্তি রয়েছে কেবল জশ বাটলারের। অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সাদা বলের সিরিজে দল থেকে বাদ পড়ার পরেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। মালানের টেস্টে ১টি সেঞ্চুরি ও ৯টি ফিফটি রয়েছে। ওয়ানডেতে তার ঝুলিতে রয়েছে ৬টি সেঞ্চুরি ও ৭টি ফিফটি। টি-টোয়েন্টিতে ১টি সেঞ্চুরি ও ১৬টি রয়েছে তার।

মালান ২০২০ সালের সেপ্টেম্বরে টি-টোয়েন্টি র‍্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে উঠেছিলেন। পরের বছর মার্চে দ্রুততম ১০০০ রানের মাইলফলক স্পর্শ করেন। এমন সব দারুণ কীর্তি থাকার পরও হুট করে অবসর নেন তিনি। বিদায় বেলায় অবশ্য অভিষেক স্মরণ করেছেন। বলেছেন, 'আমি খুবই ভাগ্যবান। কারণ, ইংল্যান্ডের হয়ে তিন ফরম্যাটে খেলার সুযোগ পেয়েছি।' মালান আরও যোগ করেন, 'আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরে যাওয়ার সিদ্ধান্তটি সহজ ছিল না। তবে এটা বলতে পারি, আমি সত্যিই খুশি।'

জাতীয় দলকে বিদায় বললেও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট চালিয়ে যাবেন এই ক্রিকেটার। দ্য হান্ড্রেডে নিয়মিতই খেলছেন মালান। এর আগে এসএ২০ এর দল সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেইপের হয়ে জিতেছেন শিরোপা। পিএসএলে মুলতান সুলতান্স এবং বিপিএলে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের হয়ে খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মালানের।

গম্ভীরের ছেড়ে যাওয়া দায়িত্বে জহির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গৌতম গম্ভির চলে যাওয়ার পর থেকে একজন 'মেন্টর' খুঁজছিল লক্ষ্ণৌ সুপার সুপার জায়ান্টস। এক মৌসুম পর অবশেষে উপযুক্ত একজনকে খুঁজে পেয়েছে আইপিএলের দলটি। গম্ভিরের শূন্য করে যাওয়া দায়িত্বটি নিচ্ছেন জহির খান। ভারতের এই বাঁহাতি পেস গ্রেটকে শুধু একটি দায়িত্বেই সীমাবদ্ধ রাখবে না লক্ষ্ণৌ। বছরজুড়ে ক্রিকেটার স্কাউটিং ও ক্রিকেটারদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামেও সম্পৃক্ত থাকবেন ভারতের হয়ে তিনশর বেশি ম্যাচ খেলা সাবেক পেসার।

গম্ভির 'মেন্টর' থাকার সময় ২০২২ আসরে আইপিএলে নিজেদের আবির্ভাবেই প্লে অফ খেলে লক্ষ্ণৌ। সেই ধারাবাহিতা তারা ধরে রাখে পরের মৌসুমেও। কিন্তু গত আইপিএলে গম্ভির যোগ দেন কলকাতা নাইট রাইডার্সে। তার কোচিংয়ে শিরোপা জয় করে কলকাতা। পরে তিনি ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেন। লক্ষ্ণৌ বদলি হিসেবে কাউকে নেয়নি। গত মৌসুমে তারা প্লে অফ খেলতে পারেনি।

এবার গম্ভিরের শূন্য করে যাওয়া দায়িত্বে তারা নিয়ে এলো জহিরকে। ভারতের হয়ে ৫৯৭টি আন্তর্জাতিক উইকেট শিকারি পেসার লক্ষ্ণৌর বোলিং কোচের দায়িত্বও পালন করবেন কি না, সেটি অবশ্য পরিষ্কার করা হয়নি। দলটির আগের বোলিং কোচ মর্নে মর্কেল সম্প্রতি ভারতীয় দলের বোলিং কোচ হিসেবে যোগ দিয়েছেন।

খেলোয়াড়ি জীবনে আইপিএলে দশ মৌসুম খেলেছেন জহির। মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু হয়ে দিল্লি ডেয়ারডেভিলসে খেলে ও নেতৃত্ব দিয়ে খেলা ছেড়েছেন ২০১৭ মৌসুম শেষে। ২০১৮ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত তিনি সম্পৃক্ত ছিলেন মুম্বাই ইন্ডিয়ান্সে। শুরুতে দলটির 'ডিরেক্টর অব ক্রিকেট' পদে ছিলেন তিনি পরে দায়িত্ব নেন 'হেড অব গ্লোবাল ডেভেলপমেন্ট' হিসেবে।

লক্ষ্ণৌর প্রধান কোচের দায়িত্বে আছেন জাস্টিন ল্যাঙ্গার। গত মৌসুমে দায়িত্ব পালন করা অস্ট্রেলিয়ান কোচ চালিয়ে যাবেন আগামী মৌসুমেই। সহকারী কোচ হিসেবে আছেন সাবেক দক্ষিণ আফ্রিকান অলরাউন্ডার ল্যান্স ক্লুজনার ও সাবেক অস্ট্রেলিয়ান ব্যাটসম্যান অ্যাডাম ভোজেস।

কোপা আমেরিকায় দর্শকদের সঙ্গে

বিবাদে জড়িয়ে ৫ ম্যাচ নিষিদ্ধ নুনেস

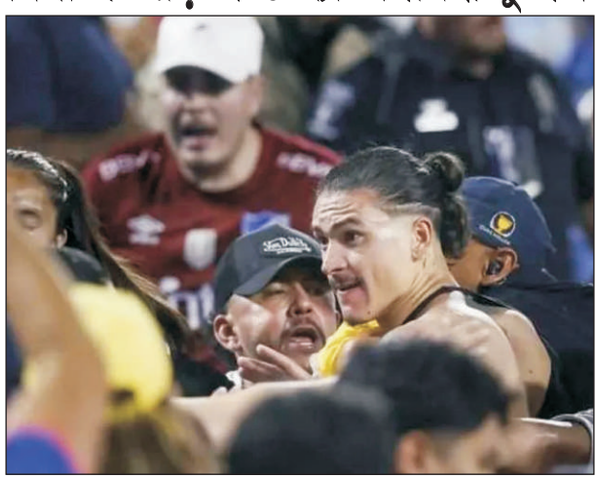

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গ্যালারিতে উঠে দর্শকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ানো উরুগুয়ের ফুটবলারদের শাস্তি পাওয়া একরকম অনুমিতই ছিল। এসে গেল সেই ঘোষণাও। পাঁচটি আন্তর্জাতিক ম্যাচে নিষিদ্ধ হলেন লিভারপুল ফরোয়ার্ড দারউইন নুনেস। নিষেধাজ্ঞা পেলেন আরও কয়েকজন।

তদন্ত শেষে বুধবার উরুগুয়ের ফুটবলারদের শাস্তির বিষয়টি জানায় দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবলের নিয়ন্তা সংস্থা কনমেবল।

রদ্রিগো বেন্তানকুরকে চার ম্যাচের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এছাড়া রোনালদ আরাউহো, হোসে মারিয়া হিমেনেস ও মাথিয়াস অলিভেরাকে তিন ম্যাচের নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে।

গত জুলাইয়ে কোপা আমেরিকার সেমি-ফাইনালে ঘটে এই কাণ্ড। কলম্বিয়ার বিপক্ষে ১-০ গোলে হারের পর হুট করে গ্যালারির দিকে তেড়ে যান উরুগুয়ের বেশ কয়েকজন ফুটবলার। ডাগআউটের পাশের সিঁড়ি বেয়ে গ্যালারিতে উঠে প্রতিপক্ষের দর্শকদের সঙ্গে হাতাহাতিতে জড়ান তারা।

সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে অনেকটাই স্পষ্ট দেখা যায়, দর্শকদের সঙ্গে বিবাদে উরুগুয়ের প্রায় সব ফুটবলারের অংশগ্রহণ ছিল। পরে ব্রডকাস্টার চ্যানেলে দলের অধিনায়ক হিমেনেস বলেছিলেন, মূলত পরিবারের সদস্যদের রক্ষা করতেই গ্যালারিতে তেড়ে গিয়েছিলেন তারা।

ওই ঘটনায় খেলোয়াড়দের শুধু নিষিদ্ধ করেই ক্ষান্ত হয়নি কনমেবল। নুনেসকে ২০ হাজার ডলার, বেন্তানকুরকে ১৬ হাজার ডলার এবং আরাউহো, অলিভেরা ও হিমেনেসকে ১২ হাজার ডলার করে জরিমানা করা হয়েছে।

উরুগুয়ে ফুটবল অ্যাসসিয়েশনকেও ২০ হাজার ডলার জরিমানা করেছে কনমেবল। মারামারিতে জড়ানোয় শাস্তি পেয়েছেন মোট ১১ জন ফুটবলার।

আগামী সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে ২০২৬ বিশ্বকাপ বাছাইয়ের কয়েকটি ম্যাচ আছে উরুগুয়ের। এসব ম্যাচে নুনেস, হিমেনেসদের পাবেন না কোচ মার্সেলো বিয়েলসা।

লাতিন আমেরিকা অঞ্চলের বাছাইয়ে এখন পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে চারটি জিতে ১৩ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে উরুগুয়ে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR